অধিনায়ক

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

অগ্রহায়ণ, ৮১ রবীন্দ্রাব্দ

The chronicle of current events is still sufficiently replete with suicides, strife and war, but all these events in their outward aspects have fallen in dramatic value. Life has become more psychological. In the place of the older passions and the traditional heroes of the drama, love and hunger, there has arisen a new protagonist, the intellect. Not love, nor hunger, nor ambition, but thought in its sufferings, joys, and struggles, is the true hero of the life of to-day. To it therefore is due the first place in the drama. ···

V. V. Brusyanin

আরম্ভের আগে

সর্বপ্রথম স্বীকার সঙ্গত, শুধু চরিত্রের দ্বন্দ্ব নিয়ে এ নাট্যসাহিত্য সঞ্জীবীত হ'য়ে ওঠেনি। বিভিন্ন ভাবধারার সুকঠিন সংঘর্ষই অধিনায়কের মেরুদণ্ড।

বিশ্বপ্রীতি, সনাতন সংস্কার, অজ্ঞানতা, স্বাদেশিকতা ও ধর্ম— এই সব বিচিত্র বিশ্বব্যাপী ভাবধারা মূর্তি নিয়ে যথাক্রমে হ'য়ে দাঁড়ালো—কুমার মানবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, রাজা সমরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, অজ্ঞানচন্দ্র, স্বদেশজ্যোতি আর ধর্মদাস।

বাকি রইলো তৃষ্ণা ও নটী। তৃষ্ণা হ'ল মানবের অতৃপ্ত মনের পরম পিপাসা। আর নটীকে ছেড়ে দিলাম শুধু সুধী সমালোচকের হাতে।

৫৪এ, ল্যান্‌সডাউন্ রোড,
কলিকাতা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১. ৭. ৮১.

সুরু :   ২৫শে আশ্বিন, প্রভাত

৮১ রবীন্দ্রাব্দ

সারা :   ১লা কার্তিক, রাত্রি

অধিনায়ক

সুভাষচন্দ্র বসুকে

অভিনন্দন

জানালো।

নাট্যকারের বিনানুমতিতে কখনও কোথাও
অধিনায়ক অভিনীত হবে না।

৫, গবর্নমেণ্ট প্লেস্ নর্থ
কলিকাতা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

অধিনায়ক

শারদ-প্রাতে

ঈগল-চক্ষু নিয়ে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, কক্ষটি আভিজাত্যে গম্ভীর এবং সারল্যে গভীর।

শোভা-সরঞ্জাম শুধু সাধারণ তিনটি চেয়ার আর একটি ছোট টেবিল। কক্ষের বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথের সুন্দর তৈলচিত্র। শ্বেতপদ্মের মালাও চোখে পড়ে।

দেখা গেল মানব সংবাদ-পত্র মেলে ধরেছে। তার দৃষ্টিতে সামুদ্রিক সারল্য। সুন্দর স্বাস্থ্য। বিশাল শরীর। রঙ, উগ্র উজ্জ্বল। সাদা রেশমের পায়জামা, খদ্দরের পাঞ্জাবী আর শ্বেত-পাদুকায় মনে হয় সে যেন সৌন্দর্য-দেবতা!

আশ্বিন ১৩৪৮। সংবাদ-পত্র দেখতে দেখতে মানবের দৃষ্টি ব্যথিত হ'য়ে আসতে লাগলো। সুতীব্র উত্তেজনায় সে এগিয়ে এল সামনে

অধিনায়ক

অকস্মাৎ তার কানে বেজে উঠল কামানের আওয়াজ, সাইরেনের সুর, বন্দুকের গর্জন বিচলিত মানব এসে দাঁড়ালো রবীন্দ্র-চিত্রের পাশে

মানব। বোমা! বিষাক্ত গ্যাস! অন্যায়—অত্যাচার! অসংখ্য নরনারীর আর্ত আর্তনাদ—হা! ··· নাগিনীর নিশ্বাসে বিশ্ব বিষিয়ে উঠেছে! আলো আকাশ বাতাস ম'রে ঝ'রে পচে শুকিয়ে গেছে! চারপাশে শুধু জীর্ণ ভস্মাবশেষ! ··· গুরুদেব! কামানের আওয়াজে বন্দুকের গর্জনে তোমার মহামিলনের গান কি শোনা যাবে না! তোমার মহাশঙ্খ সগৌরবে আবার কি বেজে উঠবে না! ··· এ কি অসময়—এ কী দুর্দৈব! ··· আ—আর পারছি না—আর আমি সহ্য করতে পারছি না গুরুদেব! হিংসার উগ্র উজ্জ্বল উল্কা ক্ষিপ্ত প্রেতিনীর মত চারধারে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। কী মর্মান্তিক!—শান্তি দাও—আমাকে শান্তি দাও—

তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে কেমন ক'রে সইব,
বাতাস আলো গেল মরে একীরে দুর্দৈব।

গর্জন বন্ধ হ'ল

একি! জল কেন? তোমার চোখে জল কেন? কেন—কাঁদছ কেন! বল! বল—আমায় বল! (অল্প পরে) ও কি!

ও কী! কার গম্ভীর আহ্বান! তাই তো—তাই তো—'হেনকালে ডাকল বুঝি তোমার মহাশঙ্খ।' ··· না না, চোখের জল ফেলে আর আমায় তুমি লজ্জা দিও না! আমাকে আঘাত করো। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শক্ত ক'রে নাও—আমাকে কঠিন তলোয়ারের মত কর গুরুদেব—

তৃষ্ণার প্রবেশ: কৃশ দীর্ঘ শরীর: উজ্জ্বল রঙ্: অঙ্গে আকাশ-নীল সাড়ী: সেই জামা: সেই রঙের পাদুকা: হাতে ঘড়ি। বয়স আঠারো

তৃষ্ণা। (ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠ) Shut up hypocrite, গুরুদেবের নাম নিয়ে অনেক ভণ্ডামি করেছ তুমি, কিন্তু আর নয়। ওটা আমি সহ্য করতে পারি না। Please stop that.

মানব। কি বলছ তুমি তৃষ্ণা? আর এমন—(বিস্ময়)

তৃষ্ণা। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে—

মানব। কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এমন—এমন ভয়ংকর মূর্তি কেন তোমার?

তৃষ্ণা। Don't you feel ashamed to ask me that question?

মানব। না।

তৃষ্ণা। You are to be torn to pieces by bloodhounds—

মানব। তৃষ্ণা! (ব্যক্তিত্বের রেশ ভাষায়) আমি জিজ্ঞাসা করছি, কি হয়েছে?

তৃষ্ণা। Threatening me—eh? আজকের কাগজ পড়েছ?—রাতের পর রাত একটা নটীর কক্ষে কাটিয়ে এসে—

মানব। তৃষ্ণা! (স্বরে অভিমান) কি বলছ তা তুমি জান না। প্রশ্ন কর—আগে আমাকে জিজ্ঞাসা কর তৃষ্ণা।

তৃষ্ণা। Why should I?

মানব। কেন নয়?

তৃষ্ণা। Hypocrisy is a crime—do you care to know that?

মানব। হ্যাঁ, জানি বই কি। (অতল অভিমানের কল্লোল) কিন্তু কি প্রবঞ্চনা করেছি তা তো জানলাম না তৃষ্ণা।

তৃষ্ণা। You are master in the art of acting Kumar.

মানব। (তৃষ্ণার ঠিক সামনে এসে) আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ। অভিনয়ের অল্প আমেজও আছে কি?

তৃষ্ণা। If I say yes? (স্বর সংযত)

মানব। (ভাবগভীর ভাষা) তুমি কি—তুমি কি আমায় এতটুকুও বিশ্বাস কর না তৃষ্ণা? আমায় জান না? চেন না? বল!

তৃষ্ণা নীরব

মানব। সমস্ত দেশ চায় আমার মৃত্যু—কামনা করে আমার ধ্বংস। কিন্তু আমি তো তাদের গ্রাহ্য করি না। কোন কৈফিয়ৎ কখনো কাউকে দিই না। জানি কেউ আমায় মানে না—আমার কথায় বিশ্বাস করে না। তবু তুমি—ভাবতাম—শুধু তুমি আমায় উপলব্ধি করতে পারো—(দীর্ঘনিশ্বাস)

তৃষ্ণার চোখ ও মুখের পরিবর্তন হচ্ছে যেন

যাক্! আজ আমার সে ভ্রান্ত ধারণা চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেল।

সামনে এগিয়ে এল

তৃষ্ণা। তবে কি—তবে কি আমি ভুল করলাম? ··· মানব—

কাছে গেল

মানব। বল।

তৃষ্ণা। আমি—আমি—

মানব। না না তৃষ্ণা, ভুল তুমি করোনি। তুমি আমায় বিশ্বাস কর মনে মেনে আমিই ভুল করেছিলাম।

তৃষ্ণা। শোন, সত্যি—

মানব। সারা জীবন ধ'রে যে শুধু অবহেলাই পেল, সমস্ত দেশবাসী

যাকে করে অপার অবিশ্বাস, কেন, কেন তুমি তাকে বিশ্বাস করবে বল ?

তৃষ্ণা। মানব—

মানব। তুমি ঠিকই করেছ। যে সমস্ত কথা কয়েক মুহূর্তে কঠিন কণ্ঠে আমায় শোনালে—তোমার কাছ থেকে তাই আমার প্রাপ্য। ভুল তুমি করনি তৃষ্ণা।

তৃষ্ণা। লজ্জা দিও না মানব। আমি না জেনে আঘাত দিয়েছি। আমায়—আমায় তুমি ক্ষমা কর।

মানব। ক্ষমা ?

তৃষ্ণা। হ্যাঁ ক্ষমা।

মানব। কিন্তু কোন অপরাধ তুমি তো করনি তৃষ্ণা।

তৃষ্ণা। কখনো কোন অপরাধ তোমার কাছে করেছি ব'লে মনে পড়ে না কিন্তু আজ—

মানব। আজও করোনি তৃষ্ণা—আজও করোনি।

তৃষ্ণা। কিন্তু আজ আমার অন্তরের নিভৃততম কোণ থেকে কে যেন ক্ষণে ক্ষণে বারে বারে বলে চলেছে, ভুল করেছ ; ক্ষমা চাও তৃষ্ণা, ক্ষমা চাও।

মানব। (হাসল) আশ্চর্য এই মেয়েমানুষ ! নিমেষে নিমেষে নতুন হয়।

তৃষ্ণা। বল—বল।

মানব। কি বলবো ?

তৃষ্ণা। ক্ষমা করলে কি না?

মানব। (ভারী ভাষায়) সে কথা বুঝতে পার না কেন?—তোমায় ক্ষমা করব না আমি!

চেয়ার টেনে নিল

তৃষ্ণা। আঃ—বাঁচলাম!

ছবির কাছে এল

রাজ-পদক্ষেপে রাজা সমরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর প্রবেশ। অঙ্গের চারপাশে আভিজাত্যের প্রদীপ্ত প্রকাশ। পরনে মূল্যবান রেশমের পাঞ্জাবী ও ঢিলে পায়জামা। পায়ে জরির চটি। রঙ্ উজ্জল। স্বাস্থ্যবান। বয়স পঞ্চাশ

সমরেন্দ্র। কখন এলি মা তৃষ্ণা?

তৃষ্ণা। আসুন কাকাবাবু। কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

সমরেন্দ্র। (বসলেন) বস্ মা বস্, (তৃষ্ণাও বসল) ছিলাম স্নানের ঘরে, তারপব ঠাকুরঘরে। ছেলেবেলাকার অভ্যাস কি না। (হাসলেন)

মানব। আমাদের চা তা হ'লে এ ঘরেই দিয়ে যাক্ বাবা?

সমরেন্দ্র। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আজ সবাই মিলে এখানে এক সঙ্গে পরম পরিতৃপ্তিতে চা পান করা যাবে। কি বলিস মা তৃষ্ণা?

১৭

তৃষ্ণা। (ঘড়ি দেখল) কাকাবাবু, মানে, আমার একটা বিশেষ—

সমরেন্দ্র। কাজ আছে। আপনাদের আসরে কোন মতেই চা খাওয়া চলবে না। আর একদিন আসব নিশ্চয়ই। কিছু মনে করবেন না কাকাবাবু—য়্যাঁ? এইসব বলবি তো? আচ্ছা মা, ঠিক সুসময়ে তোদের কি যত অকাজ কুকাজ পড়ে যায়?

তৃষ্ণা ও মানব হাসল

তৃষ্ণা। আমার যা বলার সমস্তই তো আপনি ব'লে দিলেন। কিন্তু কাকাবাবু, এখনকার কাজটি হচ্ছে আমার এক মুমূর্ষু মাসিমাকে দেখতে যাওয়া। তিনি নাকি প্রতিমুহূর্তে আমার প্রতীক্ষা করছেন।

সমরেন্দ্র। সে কি! তোকে তা হ'লে এতক্ষণ ধ'রে রাখা আমার অন্যায় হয়েছে। কিছু মনে করিসনি তো মা?

তৃষ্ণা। (হেসে) খুব মনে করেছি কাকাবাবু!

সমরেন্দ্র। সত্যি অন্যায়, আমারই অন্যায়, ভয়ানক অন্যায়।

মানব। মাসিমা কেমন আছেন এখন?

তৃষ্ণা। সে-সংবাদ জানতেই তো যাচ্ছি।

উঠে দাঁড়াল

সমরেন্দ্র। আয় মা, আয়।

তৃষ্ণা প্রণাম করল সমরেন্দ্রকে

সমরেন্দ্র। থাক মা, থাক—থাক।

তৃষ্ণা। আজ তা' হ'লে আসি মানব ?

মানব। এসো তৃষ্ণা। আর মাসিমা কেমন আছেন সেকথা আমায় জানাতে ভুল না।

সমরেন্দ্র। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে ক'রে ও সংবাদটা দিও তৃষ্ণা।

তৃষ্ণা। নিশ্চয়ই। ··· (দু'জনের দিকে চেয়ে) আচ্ছা, আজ আসি।

তৃষ্ণার প্রস্থান

মানব সংবাদ-পত্র তুলল পুনর্বার। আর একটা খবরের কাগজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন সমরেন্দ্র-নারায়ণ। উর্দিপরা বেয়ারা ট্রে'তে নানাপ্রকার খাবার নিয়ে প্রথমে সমরেন্দ্র ও পরে মানবের কাছে এগিয়ে গেল। মানব কাপ, ডিস্ তুলে নেবার পরও দেখা গেল আর একজনের মত চা ও খাবার ট্রে'তে অবশিষ্ট

বেয়ারা। (মানবকে) দিদি ?

মানব। চলা গিয়া—লে যাও।

সংবাদ-পত্র টেবিলে ফেললো

বেয়ারা। জী হুজুর।

প্রস্থান

চা পান চলতে লাগল

সমরেন্দ্র। চায়ের পর কোথাও বেরুবে না কি মানব?

মানব। না বাবা।

সমরেন্দ্র। এখন তোমার কোন কাজ নেই তো?

মানব। না, কেন?

সমরেন্দ্র। শোন তা হ'লে একটা স্মরণীয় কাহিনী।

মানব। বল।

সমরেন্দ্র। তুমি তখন মাতৃগর্ভে। একদিন শেষরাত্রে তোমার মা স্বপ্ন দেখলেন—কোন দেবতা তাকে দর্শন দিয়ে বলছেন, শোন ধরিত্রী, তোমার গর্ভে আমি। আমার কোন কাজে কখনো বাধা দিতে যেও না। দেবতা মিলিয়ে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। তারপর একদিন ভূমিষ্ঠ হ'লে তুমি। সে আজ বা—ই—শ বছর আগেকার কথা।

মানব। জানি বাবা। একথা মার মুখ থেকে আমি বহুবার শুনেছি। আর তাই আমার কোন কাজে কখনো তিনি বাধা দিতে যাননি।

সমরেন্দ্র। হ্যাঁ মানব, সত্যিই তুমি দেবতা—সেকথা সর্বান্তঃকরণে আমি বিশ্বাস করি। আমার মতে ভোর রাত্রের স্বপ্ন কখনো মিথ্যা হয় না। আর—আর তোমার মা ছিলেন সতীলক্ষ্মী, তিনি যে ছিলেন সতী সাবিত্রী—সাবিত্রী!—

মানব। মা'র কথা থাক বাবা।

সমরেন্দ্র। সে যে—সে যে তোকে বড় ভালবাসত মানব।

মানব। জানি বাবা।

সমরেন্দ্র। তুই তার একমাত্র স্মরণচিহ্ন। আমি—আমিও যে তোকে বড় ভালবাসি মানব।

মানব। তাও জানি।

সমরেন্দ্র। জানিস ?

মানব। হ্যাঁ বাবা।

সমরেন্দ্র। তবে কেন—কেন তুই এমন ক'রে তোর দেবত্বকে ধ্বংস করছিস্ ?

উঠে দাঁড়ালো

মানব। (বিস্ময়-বিমূঢ়) ধ্বংস ! কিসের ধ্বংস ?

সমরেন্দ্র। সমস্ত জাতির—সমস্ত দেশের—সনাতন সংস্কারের—তোর দীপ্ত, দেবত্বময় জীবনের ধ্বংস !

মানব। (দীর্ণকণ্ঠে) মিথ্যা !

সমরেন্দ্র। বল্ ! বল্। বারে বারে বল্ ! আমার বুকের তীব্র দাহ মুহূর্তে মুছে যাবে। বিষাক্ত সর্পের জ্বালাময় দংশন নিমেষে নীরোগ হয়ে যাবে। আমার হিন্দু ধারণা—ভারতের সনাতন সংস্কার ! বল্ মানব, আবার বল্—

মানব। মিথ্যা—মিথ্যা।

সমরেন্দ্র। মিথ্যা—আঃ!

ক্ষণিকের নীরবতা

সমরেন্দ্র। কিন্তু প্রতিদিন সংবাদ-পত্রে—

মানব। ভুল লেখে। তারা আমাকে বুঝতে পারে না বাবা।

সমরেন্দ্র। বুঝতে পারে না, না মানব? ওরা ভুল লেখে। ঠিক বলেছিস। বুঝতে পারে না—তারা তোকে বুঝতে পারে না। ভুল লেখে—যত অর্থহীন কথা প্রকাশ করে। মূর্খ—ওরা মূর্খ—আঃ—আঃ!

সুগভীর স্নেহে মানবকে আদর করতে লাগলেন: কিছু পরে খবরের কাগজ খুলে

এরাও মিথ্যা কথা লিখেছে, না মানব? শোন্, কত বড় মিথ্যা! (পড়তে লাগলেন) প্রত্যহ সন্ধ্যায় দেশের স্বনামধন্য ভণ্ডপাণ্ডা কুমার মানবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নটী নাম্নী কোন নটীর গৃহে গমন করিয়া সরস সুমধুর সন্ধ্যা যাপন করিয়া বোধ করি দশের, দেশের এবং হিন্দু ধর্মের সঠিক উন্নতির পথ নির্ণয় করেন। কুমারের ভক্তবৃন্দকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারাও যেন সদলবলে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ২৩।১—

মানব। নির্মম! কী ভয়ঙ্কর নির্মম!

সমরেন্দ্র। এরাও মিথ্যা কথা লিখেছে, না মানব? এরা সবাই তোর শত্রু—কেউ তোকে বুঝতে পারে না—

মানব। না না না। বুঝতে চায় না, বুঝতে জানে না, বুঝতে পারে না--

উত্তাল উত্তেজনায় ঘর ছেড়ে গেল

সমরেন্দ্র। (চোখে মুখে অদ্ভুত অব্যক্ত দৃষ্টি) রাজা সমরেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র জাতির শত্রু! দেশের দস্যু! আঁ্যা! অপমান—অপমান! সনাতন সংস্কারের অপমান! (তীব্র তীক্ষ্ণ কঠিন কঠোর কণ্ঠে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

শারদ-সাঁঝে

নটীর ঘর। পুস্তকাধারে রবীন্দ্রনাথের প্রচুর বই। আর একটি প্রকাণ্ড চিত্র। ছবির চারপাশে অনেক রকম ফুল। নটীর গায়ে সাধারণ সাড়ী ও জামা। অঙ্গে অলঙ্কার সামান্য। চোখেমুখে সারল্য। ঝঙ্কার ভেসে আসছে। সুরু হ'ল তার রূপবিকাশ।

অজ্ঞানচন্দ্রের আগমন। রোগা লম্বা, চোখ দু'টো যেন কোটরে প্রবেশ করেছে ঃ বাব্‌রি চুল, তোবড়ানো গাল, পানের দাগে ঠোঁট লাল।

গায়ে একটু বেশী ঝুলওলা রেশমের পাঞ্জাবী ঃ জরিপাড় শান্তিপুরে ধুতি—বেশী ধাক্কা দেওয়া, কোঁচা লুটোচ্ছে। পায়ে সাদা নাগ্‌রা। গলায় রঙীন্ রুমাল বাঁধা।

নটী তখনো তন্ময়—অজ্ঞানকে দেখতে পায়নি। মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে অজ্ঞান

নটীর পানে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বিশ্রী মুখভঙ্গী ক'রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অকস্মাৎ:ও হেঁচে ফেললো।

নটী। (চমকে) কে ?

অজ্ঞান। চমৎকার ! নটী, তুমি চমৎকার ! এতে বল অমত কার !

নটী। অজ্ঞানবাবু ? আপনি ?

অজ্ঞান। হ্যাঁ হে হ্যাঁ, চিনতেও কি আজ কষ্ট হচ্ছে না কি ?

নটী। না, কষ্ট হবে কেন ?

অজ্ঞান। হেঁ হেঁ হেঁ—তবে ?

নটী। তবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি অজ্ঞানবাবু—

অজ্ঞান। হুঁ ? কেন বল তো ?

নটী। (তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) কেন, কেন আপনি এখানে এসেছেন ?

অজ্ঞান। এই সেরেছে !—হিটলারী হাওয়া লেগেছে রে—

নটী। থামুন ! এটা ইয়ার্কির জায়গা নয়।

অজ্ঞান। হুঁ ? তা ইয়ার্কিটা কোথায় গিয়ে করতে হবে মণি ? পণ্ডিচেরী আশ্রমে ?

নটী। শেষবার বলছি, এখানে ওসব সস্তা ঠাট্টাতামাসা আর চলবে না।

অজ্ঞান। (বসে পড়ল) ও বাবাঃ ! এ যে রীতিমত হেঁয়ালি। তা, মণি, তোমার আজ হ'ল কি ? মাদক কিংবা মোদক-টোদক্ খাওনি তো ?

নটী। বসলেন কেন—বসলেন কেন ?

অজ্ঞান। রাগলে তোমায় বেশ দেখায় কিন্তু হেঁ হেঁ হেঁ—

পকেট থেকে মদের বোতল বের করল

নটী। (সিংহীর স্বরে) সাবধান !

অজ্ঞানের হাত কেঁপে বোতল পড়ে গেল ঃ
সে উঠে দাঁড়াল

অজ্ঞান। (কণ্ঠ ক্রোধকণ্টকিত) এর মানে কি নটী ?

নটী। দাদার হুকুম !

অজ্ঞান। কে তোমার দাদা ?

নটী। কুমার মানবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

অজ্ঞান। (স্বর নামিয়ে) হুঁ ? আজকাল বুঝি কুমার-টুমার ছাড়া দাদাবাবু-টাবু জোটানো হয় না ?

নটী। না।

অজ্ঞান। তা মানব-দাদাবাবুর তো বাজারে নাম-বদনাম বেশ কিছু আছে কিন্তু বোন-টোন্ আছে ব'লে তো জানা নেই। তুমি বুঝি তার সৎবোন ?

নটী। হ্যাঁ।

অজ্ঞান। রাজা-রাজড়ার বাড়ীর ব্যাপার, হতেও পারে।

নটী। তাই হয়েছে।

অজ্ঞান। তা হ'লে তিনি হ'লেন তোমার সৎদাদা।

নটী। হ্যাঁ হ্যাঁ।

অজ্ঞান। তাই বুঝি এই অসৎ ভাইটির প্রতি এত অবিচার?

নটী। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

অজ্ঞান। এতক্ষণে বুঝলাম!

নটী। বুঝেছেন তো? তা হ'লে এবার—

হাত দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিল

অজ্ঞান। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবো বই-কি—যাবো বই-কি—

নটী। এখনি—

অজ্ঞান। য়্যাঁ, এখনি! ··· সৎদাদাবাবুর আসবার সময় হ'ল বুঝি?

নটী। হ্যাঁ, কাজেই আর এক মুহূর্ত ও এখানে নয়—

অজ্ঞান। (দীর্ঘনিশ্বাস) এক মুহূর্ত ও নয়?

নটী। না না না, (থেমে) আচ্ছা, অজ্ঞানবাবু—

অজ্ঞান। বল শুনি। যাক্ তুচ্চার মুহূর্ত তবু থাকা গেল!

নটী। আপনার কি একটু লজ্জাও করে না?

অজ্ঞান। লজ্জা! সে তো নারীর ভূষণ!

নটী। আপনারা নিজেদের ভদ্রলোক ব'লে প্রচার করেন অথচ আমার মত একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষ বার বার দূর্ দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দিলেও পথের কুকুরের মত পা চাটবার চেষ্টা

করতে একটু—একটুও লজ্জা কি আপনার করে না অজ্ঞানবাবু ?

নির্বিকার অজ্ঞান তুড়ি দিতে দিতে হাই তুলল

নটী। আশ্চর্য ! অজ্ঞানবাবু, আশ্চর্য !

অজ্ঞান। নটী ! তোমার বিশ্রী ব্যবহার দেখে আমিও আশ্চর্য হচ্ছি

নটী। আর আমি আরও আশ্চর্য হচ্ছি, আপনার ঘৃণ্য ধৈর্য দেখে —আপনার সাহস দেখে—

অজ্ঞান। কিন্তু দুঃসাহসের কিছু এখনো—এখনো আমি করিনি নটী।

নটী। ভুলেও করার চেষ্টাটি করবেন না—

অজ্ঞান। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তাই করবো।

দৃষ্টি লুব্ধ হ'য়ে এলো

নটী। না না না—

অজ্ঞান। জানো নটী—জানো নটী, মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। অপমান যখন করলে তখন তার যোগ্য কাজই ক'রে যাই—

প্রলুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে নটীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল

অজ্ঞান। নটী ! (আবেগ—আন্দোলিত স্বর)

নটী। অজ্ঞানবাবু ! (কণ্ঠে ভয়)

অজ্ঞান। নটী! নটী!

নটী। অজ্ঞানবাবু! অজ্ঞানবাবু! উঃ—

মানবের আবির্ভাব: সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবীর হাত গুটানো। বোঝা যায়, ধুতিটা খদ্দরের নয়। এসেই অজ্ঞানের দিকে কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করল

মানব। এই!

অজ্ঞান। য়্যাঁ! তু—তুমি?

মানব। মানবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—তুমি?

অজ্ঞান। আমি—আমি—

মানব। বল - বল।

অজ্ঞান। আ—আ—আমি অজ্ঞান—

মানব। এখানে কেন এসেছ?

অজ্ঞান। মানে—মানে—

মানব। কেন ওর দিকে অমন ক'রে এগিয়ে যাচ্ছিলে? কেন?

অজ্ঞান। মানে—মানে আমি—

মানব। উত্তর দাও।

অজ্ঞান। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আ—আর কখনো যাব না—

মানব। আর নটীর এখানে ওই বোতল নিয়ে কোন্ সাহসে তুমি এসেছ?

অজ্ঞান। আমি জানতাম না আপনি এ সময় আসেন—

মানব। জানলে আসতে না ?

অজ্ঞান। কখ্খনো না—ও বাব্বাঃ—

নটীর মুখে হাসি

মানব। শোন—

অজ্ঞান। আজ্ঞে বলুন।

মানব। ভবিষ্যতে আর কখনো যদি তোমায় এখানে দেখতে পাই—

অজ্ঞান। জুতো মারবেন—গুণে গুণে একশো বার জুতো মারবেন—

মানব। মনে থাকবে ?

অজ্ঞান। আজ্ঞে খুব—খুব মনে থাকবে।

মানব। যাও !

অজ্ঞান। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

মানব। কিছু বলবে ?

অজ্ঞান। আজ্ঞে হ্যাঁ, অভয় দেন তো—

মানব। বল।

অজ্ঞান। আপনি যে এখানে আসেন সেটাও আমি কাউকে বলব না—

মানব। নতুন কথা শোনালে যে ! এসো এসো—

সামনে এগিয়ে এল : পেছনে পেছনে অজ্ঞানও

অজ্ঞান। আজ্ঞে, সত্যি বলবো না, তবে—

মানব। তবে ?

অজ্ঞান। কিছু টাকা—

মানব। তোমায় দিতে হবে, এই তো ? ·· অজ্ঞানচন্দ্রের বেশ গভীর জ্ঞান দেখছি যে—

অজ্ঞান। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মানব। টাকা পেলে তুমি কাউকে বলবে না যে আমি এখানে আসি ?

অজ্ঞান। আজ্ঞে না।

মানব। কখনো না ?

অজ্ঞান। না না না না।

মানব। সত্যি বলছো ?

অজ্ঞান। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মানব। (গভীর গম্ভীর গলায়) শোন অজ্ঞান! জেনে যাও, মানবেন্দ্র চৌধুরী টাকা দিয়ে কারুর মুখ বন্ধ করে না, মুখ খুলে দেয়। বুঝলে ? ··· হ্যাঁ, টাকা তুমি পাবে যদি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার ক'রে আসতে পারো, প্রতি সন্ধ্যায় আমি এখানে আসি। ··· যাও !

ভয়ানক বিচলিত হ'য়ে ঝাঁ ক'রে মদের বোতল তুলে নিয়ে অতি দ্রুত অজ্ঞানের পলায়ন

অধিনায়ক

আমায় এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারিস ?

নটী। শুধু জল !

মানব। (হেসে) হ্যাঁ।

নটী চলে গেল

মানব রবীন্দ্রনাথের ছবির পানে এগিয়ে এল আস্তে আস্তে। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে এলো পুস্তকাধারের কাছে। একটা বই টেনে নিয়ে পড়তে লাগল

মানব। রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া ;
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎ বাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।
ভাবিতেছিলাম উঠি কি না উঠি,
অন্ধ তামস গেছে কি না ছুটি,'
রুদ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি
তন্দ্রা-জড়িমা মাজিয়া।
এমন সময়ে, ঈশান তোমার
বিষাণ উঠেছে বাজিয়া।
বাজে রে গরজি' বাজে রে
দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
দীপ্ত গগন মাঝে রে।

চমকি' জাগিয়া পূর্ব ভুবন
রক্ত বদন লাজে রে ॥
ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছ,
ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী
রুদ্র-বীণায় এই কি বাজিল
সুপ্রভাতের রাগিণী।
মুগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে,
কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে।
বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেল ফাটিয়া
তোমার খড়্গ আঁধার মহিষে
দুখানা করিল কাটিয়া।
ব্যথায় ভুবন ভরিছে;
ঝর ঝর করি' রক্ত-আলোক
গগনে-গগনে ঝরিছে;
কেহ বা জাগিয়া উঠিছে কাঁপিয়া
কেহ বা স্বপনে ডরিছে ॥
তোমার শ্মশান-কিঙ্কর-দল
দীর্ঘ নিশায় ভুখারী,
শুষ্ক অধর লেহিয়া-লেহিয়া
উঠিছে ফুকারি'—ফুকারি'।

অধিনায়ক

অতিথি তারা যে আমাদেরি ঘরে,
করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ-পরে,
খোলো খোলো দ্বার, ওগো গৃহস্থ,
থেকোনা থেকোনা লুকায়ে,—
যার যাহা আছে আনো বহি আনো,
সব দিতে হবে চুকায়ে।
ঘুমায়ো না আর কেহ রে।
হৃদয় পিণ্ড ছিন্ন করিয়া
ভাণ্ড ভরিয়া দেহ রে।
ওরে দীন প্রাণ, কী মোহের লাগি'
রেখেছিস মিছে স্নেহ রে॥
উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
"ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"
হে রুদ্র, তব সংগীত আমি
কেমনে গাহিব কহি' দাও স্বামী,
মরণ-নৃত্যে ছন্দ-মিলাযে
হৃদয়-ডমরু বাজাব।
ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাব।

অধিনায়ক

এসেছে প্রভাত এসেছে।
তিমিরান্তক শিব-শঙ্কর
কী অট্টহাস হেসেছে।
যে জাগিল তার চিত্ত আজিকে
ভীম আনন্দে ভেসেছে॥
জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয়,
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি' জয়।
ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে,
ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহবাহনে,
মিলন-যজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে
বজ্র শিখার দাহনে।
তিমির রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে,
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে

নটী এল : এক হাতে খাবারের প্লেট অন্য হাতে গ্লাসে লেমনেড্ বরফ

নটী। (মুগ্ধ হ'য়ে) থামলে কেন দাদা ?

মানব হাসল

নটী। চমৎকার !

মানব। সবাই বলে রে দিদি ! ও কথা সবাই বলে। (প্লেট ও গ্লাসের দিকে চেয়ে) কিন্তু ওসব কি ?

নটী। তোমার আবৃত্তি শুনে—

মানব। একেবারে মুগ্ধ হয়ে—

নটী। হ্যাঁ দাদা !

মানবের দিকে গ্লাস ও প্লেট এগিয়ে দিল

মানব। কিন্তু এ আয়োজন কেন নটী ? ··· যাক্, ক'রেই যখন ফেলেছিস ··· আয় ···

নটীর দিকে প্লেট এগিয়ে দিল

নটী। আমি কিছু খাব না দাদা—

মানব। (টেবিলে প্লেট রেখে) তা হ'লে থাক্—আমিও কিছু খাব না দিদি—

নটী। এ তোমায় ভারী অন্যায় কিন্তু, নিয়ে এলাম তোমার জন্যে—

মানব। থাম্ থাম্—তোদের ওসব কি বলে ··· 'ইয়ে-টিয়ে-গুলো একটু বাদ দে না—এদিকে খিদেয় আমার প্রাণ—

নটী। য়্যাঁ! দাও শীগ্‌গির—

প্লেট থেকে সন্দেশ হাতে নিল

মানব। খাবে সেই শেষ অবধি—তবু শুধু শুধু—খাব না, খিদে নেই—যত্ত সব—(বলতে বলতে খেতে লাগলো)

নটী। কী ! (অভিমানের ভাণ) যাও, আমি সত্যিই খাব না—

সন্দেশ রাখল প্লেটে

মানব। হা হা হা—অমনি রাগ হ'ল ! মেয়ে জাতটাকে কটাক্ষ করলেই ওদের দলশুদ্ধ বিদ্রোহ করবেই—একতার নিদারুণ নমুনা !

নটী। আমি খাবো না।

মানব। হুঁ। মনে রেখ, ওদিকে আমার প্রাণ—

নটী। সত্যি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না দাদা ! দাও দাও—

মানব নিজের হাতে, সন্দেশ নটীর মুখের কাছে ধরল : নটী হাঁ করল : মানব ফেলে দিল সন্দেশ তার মুখে

নটী। আঃ ! সত্যি যদি আমার এমনি একটি দাদা থাকত দাদা—

মানব। দাদা থাকতো দাদা! আমাকে তোমার ভাসুর-টাসুর ব'লে মনে হচ্ছে নাকি?

নটী। যাঃ—!

মানব। হা হা হা—

খাওয়া চলতে লাগলো: ভেসে আসে সুরু-ঝঙ্কার

নটী। সেদিনকার কথা তোমার মনে পড়ে দাদা?

মানব। কোন্ দিনকার কথা?

নটী। সেই আমরা একদল মেয়ে যেদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম—

মানব। খুব মনে পড়ে!

নটী। উঃ! হঠাৎ সমস্ত আকাশ কী কালো হ'য়ে গেল!—বাতাস ছুটে এলো বন্যার মত—

মানব। সেই দিনই তো তোকে পেলাম!

নটী। আমিও দাদা পেলাম সেইদিন। ভাগ্যিস্ তুমি আমায় পৌছে দিলে—

মানব। বাড়ী ফিরে ওঁর আবার অভিনয় করা হচ্ছিল—"আপনি যদি শোনেন আমার পরিচয়, তা হ'লে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে এখনি এখান থেকে চলে যাবেন"—ওরে আমিও কিছু কম যাই না—দীপ্ত দৃপ্ত অভিনেতার মত অবিচলিত কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে

ব'লে গেলাম,—"তুমি যেই হও—মানবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী একবার যাকে বোন ব'লে সম্বোধন করেছে, তাকে ছেড়ে যেতে সে পারে না আমায় বল কে তুমি ?" … হা হা হা, তোর অভিনয়ের দীপ্তি মুহূর্তে ম্লান ক'রে দিলাম। ওসব কথা ঠিক তেমনি ক'রে রঙ্গমঞ্চে বলতে পারলে এই এত্-তো ফুলের মালা আর ঘন ঘন হাততালি পেতাম, জানিস্!

নটী হাসল

নটী। দাদা!

মানব। কী রে!

নটী। বল তো আজ ক' তারিখ ?

মানব। য়্যাঁ—য়্যাঁ—তা তো ঠিক জানি না—

নটী। আটাশে আশ্বিন—

মানব। আর ১৩৪৮ সাল—সেটা ঠিক জানি।

নটী। জানো, আজ থেকে ঠিক এক মাস আগে এই অভাগিনী তার ভাগ্যবান দাদা পেয়েছিল!

মানব। তাই নাকি!

নটী। তাই তো তোমায় খাওয়ালাম!

মানব মারাঠা বীরের মত মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল

মানব। অকৃতজ্ঞ!

নটী। (বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি) কি হ'ল দাদা!

দাঁড়ালো

মানব। (তীব্র কণ্ঠে) থাক্—থাক্! লজ্জা করছে না জিজ্ঞেস করতে ?

নটী। আমি—আমি—কিছুই—

মানব। বুঝতে পারছো না, না ?

নটী। সত্যি বলছি দাদা—

মানব। এটুকু তো বুঝতে পারছো—ওই দু'টো মিষ্টি আর সিঙাড়া দিয়ে দাদাভক্তি দেখানো চলে না—কোথায় মাছ ? কোথায় মাংস ? কোথায়—যাও, যাও শীগ্‌গির, মাছ আনাও, মাংস চাপাও, থালা সাজাও—(স্বর নামিয়ে) তারপর বেশ ভাল ক'রে দাদাভক্তি দেখাও—

নটীর কাছে এসে : স্বর আরো নামিয়ে

দেখলি তো, অভিনয়ে আমিও কিছু কম যাই না, অনেক বড় বড় অভিনেতার দু'চোখ অনায়াসেই কানা ক'রে দিতে পারি—

নটী। যা ভয় লেগেছিল আমার ! বুকের ভেতরটা—

মানব। হুঁ হুঁ, দেখলি তো।—হাঃ হাঃ হাঃ—

সমরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ : অঙ্গে মূল্যবান ধুতি ও রেশমের পাঞ্জাবী : আরও মূল্যবান সাদা চাদর : পায়ে সাদা নাগ্‌রা। বাঁ-হাতে খবরের কাগজ : ডান হাতে সাদা হাড়ের

বাহারী লাঠি : মুখে গভীর গাম্ভীর্য। তিনি নটী ও মানবের পেছনে এলেন।

সমরেন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

মানব চমকে চাইলো : সঙ্গে সঙ্গে নটীও : মানবের চোখে বিস্ময় আর নটীর চোখে ভয়।

মানব। হাসছো কেন ?

সমরেন্দ্র। (স্নেহ ও ক্রোধমিশ্রিত অদ্ভুত দৃষ্টি) হাসছি কেন, না মানব ? হাসছি কেন ? ··· তুই কি বুঝবি এই হাসির পেছনে চাপা কান্নার প্রবল প্রকাণ্ড তরঙ্গ দু'লে দু'লে ফুলে ফুলে উঠছে, তার তুই কি বুঝবি মানব—তুই কি বুঝবি !

মানব। স্পষ্ট ক'রে বল বাবা—

সমরেন্দ্র। সংবাদ-পত্র ভুল করে—তারা মিথ্যা কথা লেখে, কেউ তোমাকে বুঝতে পারে না, না ? ···

মানব। কিন্তু সে কথা এখানে কেন ?

সমরেন্দ্র। মুখ বন্ধ কর নির্লজ্জ—হীন প্রবঞ্চক !

মানব। (সমরেন্দ্রের সামনে এসে) কি হয়েছে ?

সমরেন্দ্র। সেকথা তুমি—তুমি কুমার মানবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারছ ?

মানব। আমি বিস্মিত হচ্ছি বাবা,—

সমরেন্দ্র। মানব, তুই পালিয়ে গেলি না কেন! এ দৃশ্য আমায় দেখাবার আগে তুই মরে গেলি না কেন!

মানব। আমার বিস্ময় বাড়ছে বই ছাড়ছে না—

সমরেন্দ্র। বুঝতে পারছো না?

মানব। না।

সমরেন্দ্র। না? তেমন বোকাছেলে তো তুমি নও মানব।

মানব। স্পষ্ট ক'রে বল বাবা—স্পষ্ট ক'রে বল।

সমরেন্দ্র। পারছো না—মানব, বুঝতে পারছো না তোমার এতদিনের আভিজাত্যকে, পিতামহ—প্রপিতামহের বংশ-মর্যাদাকে আজ এই শরত-সন্ধ্যায় তুমি—তুমি তাদের একমাত্র বংশধর নির্দয় অর্বাচীনের মত পায়ের চাপে খান্ খান্ ক'রে দিলে—বুঝতে পারছো না?

মানব। না।

সমরেন্দ্র। এখনো না?

মানব। এখনো না।

সমরেন্দ্র। প্রবঞ্চনার ভান ক'রো না মানব, স্মরণ রেখো যার সামনে দাঁড়িয়ে প্রবঞ্চনা ক'রে চলেছ সে তোমার পিতা!

মানব। প্রবঞ্চনা!

সমরেন্দ্র। কুমার মানবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—তোমার নামের প্রথমেই ওই কুমার কি ব'লে চলেছে জানো? তার ভাষা বুঝতে পারো? ··· ওই কুমার শব্দ দিকে দিকে দেশে দেশে

প্রচার ক'রে চলেছে তোমার বংশ-গৌরব—তোমার পূর্ব-পুরুষের অর্জিত আভিজাত্য—জানো? জানো? জানো প্রবঞ্চক!

মানব। বেশ, এই মুহূর্ত থেকে তা হ'লে আমি শুধু মানবেন্দ্রনারায়ণ—অথচ—অথচ বুঝতে আমি পারলাম না কিছুই—

সমরেন্দ্র। এই নীচ নারীর গৃহে ছদ্মবেশে আসতে পারোনি? তা হ'লে—তা হ'লে আমার বুকের ভেতরটা এমন জ্বলে জ্বলে পুড়ে পুড়ে শুকিয়ে যেত না—মানব, আমি রক্ষা পেতাম!

মানব। নীচ নারী! নীচ নারী! তুমি কার কথা বলছো বাবা, নটীর?

মানব নটীকে কাছে টেনে নিল

সমরেন্দ্র। (তীরের মত সরে গিয়ে) আঃ—! স্পর্শ ক'র না—আর আমাকে তুমি স্পর্শ ক'র না মানব।

মানব। আমার বোন।

সমরেন্দ্র। কী—কী বললে!

মানব। এই নটী আমার বোন!

সমরেন্দ্র। (ক্রোধের তীব্ররেখা মুহূর্তে মুখ ছেয়ে ফেললো) বোন! তোমার বোন!

মানব। হ্যাঁ বাবা।

সমরেন্দ্র। রাজা সমরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র কুমার মানবেন্দ্রনারায়ণের বোন ওই নগণ্য ন—টী—(জ্বালা ও দুঃখময় অভিব্যক্তি) ··· ভুলে যাবো ! আমার পুত্র ছিল সেকথা আমি ভুলে যাবো ! হ্যাঁ হ্যাঁ, মরে গেছে—মরে গেছে !—মানব মরে গেছে !

টলতে টলতে প্রস্থান

নটীর দৃষ্টি বিস্ময়-বিমূঢ় ঃ মানবের চোখ সামনে ঃ তার দৃষ্টি গভীর গম্ভীর অদ্ভুত অব্যক্ত

জয় জয় জয় জয় হে !

সবুজ সাহায্য সমিতির কোন কক্ষ। টেলিফোন ও খাট দেখা যাচ্ছে। ঘরটি অত্যন্ত সাধারণ। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির ছবি চার পাশে কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের কোন ছবি নেই। একদিকে একটি চেয়ার ও টেবিল। মানব টেলিফোন করছে। গায়ে গেরুয়া খদ্দরের হাফ্ শার্ট ও সাদা রেশমের পায়জামা। পায়ে সাদা স্লীপার।

মানব। (রিসিভার কানে নিয়ে) হ্যাঁ, আজ ঠিক সাত দিন হ'ল এখানে রয়েছি ··· ভালই আছি। সে-অনেক কথা তৃষ্ণা, দেখা হ'লে বলবো। তুমি যত শীগগির পারো এসো—যত শীগগির পারো! যেমন ক'রে হোক্, আমার ঘর থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবিটা আনা চাই আর সঙ্গে অনেক ফুল ··· যত পারো—লাল সাদা—নানারঙের, বুঝলে ? আজ এখানে ছবি প্রতিষ্ঠা করবো —হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের ছবি। ··· ঠিকানা মনে আছে তো ? ···

সবুজ সাহায্য সমিতি ··· আশ্রমের নাম ··· হ্যাঁ তৃষ্ণা ··· আচ্ছা ··· আচ্ছা ···

মানব রিসিভার নামিয়ে রাখছে, এমন সময় স্বদেশজ্যোতির প্রবেশ। গায়ে সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবী ও পায়জামা, মাথায় গান্ধী-টুপি, বয়স কুড়ি। দীর্ঘ দীপ্ত চেহারা, তবে মানবের মত আভিজাত্য-গম্ভীর এবং অতটা সুদর্শন নয়

মানব। (রিসিভার রেখে) এসো স্বদেশ। কি খবর ?

স্বদেশ। না, খবর কিছু নেই, তবে—

মানব। তবে ?

মৃদু হেসে স্বদেশের সামনে এগিয়ে এল

স্বদেশ। তবে—তবে—

মানব। থেমে গেলে কেন, বল ?—হ্যাঁ ভাল কথা, কাজগুলো ঠিক হয়েছে তো ? বন্যা-পীড়িতদের কাছে সাহায্য গেছে ? আর ···

স্বদেশ। হ্যাঁ, আপনি যা যা বলেছিলেন, সমস্তই করেছি, শুধু—

মানব। শুধু ?

স্বদেশ। শুধু এক জায়গায় সাহায্য পাঠান হয়নি ?

মানব। কোন্ জায়গায় ?

স্বদেশ। সেই ওয়েলেস্লি স্কোয়ারে—

মানব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই দরিদ্র য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ পরিবার—তারা দিন কয়েক ধ'রে উপোস্ করছে—

স্বদেশ। শুধু সেইখানেই—

মানব। সাহায্য পাঠানো হয়নি কেন ? সময় পাওনি ?

স্বদেশ। না, তা ঠিক নয়, ইচ্ছে ক'রেই—

মানব। ইচ্ছে ক'রেই ?

স্বদেশ। হ্যাঁ, ইচ্ছে ক'রেই আমি সেখানে সাহায্য পাঠাইনি আর কেনই বা পাঠাব ?

মানব। তোমার কথার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না স্বদেশ।

স্বদেশ। অত্যন্ত সোজা কথা। আপনি যেখানে যেখানে সাহায্য পাঠাতে বলেছিলেন, সমস্ত জায়গায় পাঠানো হয়েছে—শুধু সেই ওয়েলেস্লি স্কোয়ারের য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্দের ছাড়া—

মানব। কেন, তাদের সাহায্য পাঠানো হয়নি ?

স্বদেশ। কেনই বা পাঠাব ? তারা তো আমার বাংলা মায়ের সন্তান নয়।

মানব। হুঁ! তুমি তা হ'লে ইচ্ছে ক'রেই তাদের সাহায্য পাঠাওনি ?

স্বদেশ। হ্যাঁ।··· আমার দেশের বহু উপবাসী লোক থাকতে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্‌দের সাহায্য পাঠাতে যাবো কেন? তারা আমার কে?

মানব। আজ তিন দিন ধ'রে সপরিবারে উপোস করছে—আমার কাছে সেকথা জেনেও তুমি তাদের সাহায্য পাঠাওনি স্বদেশ?

স্বদেশ। না, আমার কেমন যেন বাধলো—নইলে আপনার কোন কথায় কখনো তো আমি অবাধ্য হই না, শুধু এ কাজ—

মানব। এ কাজ করতে তোমার বেধে গেল,··· হাত কেঁপে উঠল, না?

অল্প পরে

মানব। (স্বদেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে) স্বদেশ! গম্ভীর অন্ধকারে আর্তকণ্ঠে কেউ যদি তোমায় বলে, আমি ক্ষুধার্ত—আমায় অন্ন দিন—তুমি কি করবে?

স্বদেশ। তাকে অন্ন দেব।

মানব। না না স্বদেশ, তুমি তা করবে না—তুমি দেশলাই জ্বেলে দেখবে সে বাঙালী কি-না—যদি সে বাঙালী না হয়, তা হ'লে না খেতে পেয়ে তিল্ তিল্ ক'রে মরলেও তুমি তার মুখে

এক ফোঁটা জলও তুলে দেবে না স্বদেশ, এক ফোঁটা জলও তুলে দেবে না!

স্বদেশ। মানবদা, আমি অতটা নীচ নই।

মানব। কেন তা হ'লে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্‌দের সাহায্য পাঠাওনি?

স্বদেশ মাথা নীচু ক'রে রইল

মানব। (স্বদেশের কাঁধে হাত রেখে) বল ভাই, কেন সাহায্য পাঠাও নি? কেন? কেন? দৈন্য-দীর্ণ ক্ষুধার্তের জন্যে তোমার প্রাণ কি এতটুকুও কাঁদে না ভাই? হোক্ না সে অবাঙালী—হোক্ না সে অন্য জাত—

স্বদেশ। মানবদা, আমার ভুল হয়েছে, আমি নিজে এখুনি সেই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্‌দের কাছে সাহায্য নিয়ে যাচ্ছি—ভয়ানক ভুল হয়েছে মানবদা, মার্জনা করুন—

মানব। তুমি যে তোমার ভুল বুঝতে পেরে দুঃখিত হ'য়েছ, সে-ই তো ওই পরমেশ্বরের পরম মার্জনা! (স্বদেশের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে) … স্বদেশ, ভালবাসতে জানো—বড় হ'তে শেখো। অন্তরের হীন নীচ তুচ্ছ সংকীর্ণতার শিকড় দুই হাতে নিষ্ঠুরের মত উপড়ে ফেলে বিশাল বিশ্বকে জানিয়ে দাও, বাঙালী ছোট নয়—মহৎ! বাঙালী ভালবেসেছে—সে ভালবাসতে জানে—এই কথা প্রচার ক'রে চলো দিকে দিকে দেশে দেশে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। … মনে রেখো, আমাদের

শ্রীচৈতন্য, আমাদের বিবেকানন্দ, আমাদের শ্রীঅরবিন্দ আর রবীন্দ্রনাথ আমাদেরই !

স্বদেশ। মানবদা, আপনি সত্যিই মহৎ।

মানব। হা হা হা, যাও ভাই, সাহায্য নিযে যাও। অন্তরের মহত্ত্বকে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার চাপে গলা টিপে হত্যা ক'রো না স্বদেশ; মহত্ত্বকে বাঁচতে দাও—তাকে বাড়তে দাও !

স্বদেশ। আমি তা হ'লে যাই মানবদা ?

মানব। এসো ভাই।

স্বদেশ চলে গেল। মানব শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির ছবি দেখতে লাগলো।
একটু পরে ধর্মদাসের প্রবেশ। স্থূল শরীর। অঙ্গে আধ-ময়লা ধুতি ও পাঞ্জাবী। সে যেন সারল্যের প্রতিমূর্তি। হাতে তার বাঁশের বাঁশী।

ধর্মদাস। কি হে মানব, ছবি দেখছো ? ··· ওরা সব প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। (তাঁদের উদ্দেশ্যে নমস্কার করলো)

মানব। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ধর্মদাসবাবু ?

ধর্মদাস। আর ধর্মদাসবাবু ! (ব'সে পড়লো) এইদিক পানে তোমাদের এই সবুজ সাহায্য কোম্পানীর আপিস খুলে মহা

মুস্কিলে ফেলেছ হে! বদলাতে হবে—বুঝলে, বাড়ীটা বদলাতে হবে!

মানব। কেন, কি ব্যাপার বলুন তো?

ধর্মদাস। ব্যাপার গুরুতরো হে—ব্যাপারটি বেশ জাঁকালো রকম গুরুতরো—

মানব। কোন বিপদ আপদ ঘটেনি তো?

ধর্মদাস। আরে তা ঘটলে তো বাঁচতাম! যে ঘটনা খুব ধুম-ধাড়াক্কা ক'রে ঘটেছে, তা বিপদ নয়, আঁপদ-টাপদ নয়; এ হ'ল তোমার গিয়ে—

মানব। কি রকম?

ধর্মদাস। শোন তা হ'লে মন দিয়ে।—সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই ভাবলাম এক কাপ্ গরম চা পেলে বে—শ হয়। আরে বাপু, তোমাদের এই সবুজ সাহায্য কোম্পানীর আপিসে কি বেশ থাকবার উপায় আছে হে?—উনুনে আঁচ নেই, বাড়ীতে স্টোভ্ নেই, ঘরে চা নেই, দুধ নেই, কাপ্ নেই, ডিস্ নেই—এক্কেবারে কিস্‌ছু নেই—হুঁঃ! বেরিয়ে পড়লাম বিবাগী হ'য়ে। ভাবলাম পথে যদি চায়ের দোকান পড়ে তবেই ঘরে ফিরবো, নয় তো যেদিকে দু'চক্ষু যায়—

মানব। যাক্, তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

ধর্মদাস। নি—শ্—চিন্ত হওয়া গেল! বল কি হে? এখনো তো চায়ের দোকানই চোখে পড়লো না?

মানব। মানে, চোখে পড়বে তো?

ধর্মদাস। আহা শোনই না মুখ বুজে—বড্ড বাজে বকতে ভালবাসো—

মানব। যাক্‌গে, তারপর বলুন।

ধর্মদাস। তা—র পর যেতে যেতে চলতে চলতে অ—নেক দূরে হঠাৎ চোখে পড়লো ছোট্ট একটি—হেঁ হেঁ—চায়ের দোকান। সাইন্ বোর্ডে বেশ বড় ক'রে লেখা রয়েছে, দি গ্রেট্ টী কেবিন—

মানব। তাতে ঢুকে পড়লেন তো?

ধর্মদাস। পড়বো না? ঘুরে ঘুরে চরণযুগলের আর কিছু ছিল না কি হে! শোন তারপর—

মানব। বলে যান।

ধর্মদাস। সেই ছোট্ট দি গ্রেট্ টী কেবিনে মৌরসীপাট্টা গেড়ে জম্‌কে জাঁকিয়ে ব'সে চুক্ চুক্ চুক্ চুক্ ক'রে কাপ্ চার-পাঁচ চা খেয়ে বেশ আরাম হ'ল—

মানব। বলেন কী! কাপ চার-পাঁচ—

ধর্মদাস। পথের ক্লান্তি দূর হল—কিন্তু বদলাতে হবে—এ আপিস্ তবুও বদলাতে হবে··· ওই দশ ক্রোশ রাস্তা ভেঙে চরণ যুগলকে রোজ রোজ কষ্ট দিয়ে চা খাওয়া আমার পোষাবে না—বুঝলে হে?

মানব। তা তা—মানে—

ধর্মদাস। বল না হে চট্ ক'রে, ঢোঁকের পর ঢোঁক্ গিলে আর কি হবে—হুঁ ?

মানব। চা খাওয়া ছেড়ে দিলেই তো হয়।

ধর্মদাস। কেন ? ছাড়বো কেন হে—?

মানব। অতদূর যেতে কষ্ট—

ধর্মদাস। সেই কথাই তো বলছি হে—হয় এইখানে চা ফোটাবার বন্দোবস্ত করো, নয় কোম্পানীর আপিস বদলাবার উদ্‌যুগ্ করো। চা আমি ছাড়তে পারবো না বাপু—

মানব। কেন ধর্মদাসবাবু ?—এই সামান্য কষ্টটুকু সত্যিই কি আপনি সহ্য করতে পারবেন না ?

ধর্মদাস। পারলেও করবো না।

মানব। কেন ধর্মদাসবাবু—কেন ?

ধর্মদাস। কেন সহ্য করবো ?

মানব। কেনই বা করবেন না ?

ধর্মদাস। শরীরকে কষ্ট দিয়ে ভগবানের আরাধনা আমি করতে পারবো না মানব।

মানব। ঈশ্বরের জন্যেও আপনি শরীরকে কষ্ট দিতে পারবেন না ?

ধর্মদাস। না। কৃচ্ছ্রসাধনা ক'রে, দেহকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ভগবানকে ভালভাবে ডাকা যায় না মানব, যারা ডাকে তারা ধর্মের মূল স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি।

মানব। কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না ধর্মদাসবাবু—

ধর্মদাস। বুঝতে পারলে না, না?

মানব। না।

ধর্মদাস। বেশ। মনে করো, তোমার দেহে দারুণ ক্লান্তি, শরীরে সুগভীর শ্রান্তি, নিদারুণ ক্ষুধার জ্বালায় তুমি অবসন্ন—তুমি কি তখন নিশ্চিন্ত মনে ভগবানকে ডাকতে পারো?—বল?

মানব। তখনি তো মানুষ ভগবানকে ডাকে।

ধর্মদাস। মানব, অন্তরের আকুল আহ্বান সে নয়, সে হ'ল বিকল যন্ত্রের আর্তনাদ।

মানব। ঠিক বটে। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন ধর্মদাস-বাবু। আন্তরিক ধন্যবাদ। আজ আমি সত্যিই আনন্দিত হ'লাম।

ধর্মদাস। হা হা হা, এইবার আমার চায়ের পিপাসা নেই—দেহে মনে কোথাও কোন রকম ক্লান্তি নেই—চা কিন্তু ওরা করে বেশ। চল না হে আরও কয়েক কাপ খেয়ে আসি?

মানব। আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

ধর্মদাস। দি গ্রেট্ টী কেবিনের এক চুমুক চুক্ ক'রে খেয়ে ফেললে আবার চা আঁকড়ে ধরবে হে, বুঝেছ? চল চল—

মানব। আমার কাজ আছে এখানে—আপনি যান, খেয়ে আসুন—

ধর্মদাস। তা হ'লে একটু পরেই যাবো না-হয়—যাক্‌গে, দেখ তো এইবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে কেমন আরামে আমি আমার পরম প্রভুকে ডাকি—

ধর্মদাস বাঁশী বাজাতে লাগলো। সকরুণ, সুমধুর, অন্তর-স্পর্শী সে সুর-ঝর্নার কলগান। বিংশ শতাব্দীর বিষাক্ত আত্মা শরাহত ক্ষত-বিক্ষত কপোতের মত কক্ষের দেয়ালে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে ক্রন্দন ক'রে ফিরতে লাগলো যেন। মানব আর পারলো না; তার চোখে বন্যার সংকেত। ধীরে ধীরে সে ঘর ছেড়ে গেল। শেষ হ'ল সুর-কলগান। মূর্ছনার রেশে রঙীন্ চারধার। ধর্মদাসের চোখে অসামান্য কারুণ্য। রাজা সমরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রবেশ করলেন সে কক্ষে। তার মুখে পর্বতের গাম্ভীর্য। মাথায় কালো টুপি; অঙ্গে মূল্যবান সাদা কোট ও শালওয়ার্; পায়ে সাদা নাগ্‌রা। তাঁকে দেখে ধর্মদাস সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো

সমরেন্দ্র। এটাই কি সবুজ সাহায্য সমিতি?

ধর্মদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ—বসুন।

সমরেন্দ্র। (সে-কথায় কান না দিয়ে) মানবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কি এখানেই থাকে?

ধর্মদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ—ডেকে দেবো ?

সমরেন্দ্র। না, প্রয়োজন নেই।

ধর্মদাস। আপনি বসুন।

সমরেন্দ্র। (না ব'সে) আপনাদের সমিতির উদ্দেশ্য কি ?

ধর্মদাস। আর্তের সেবা, দরিদ্রের দারিদ্র্য লাঘব করা—

সমরেন্দ্র। ইত্যাদি। এ সমস্তর প্রধান কর্মী বুঝি ওই মানবেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী ?

ধর্মদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ—চমৎকার ছেলে, প্রচুর কাজ করে—এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের—

সমরেন্দ্র। আ—আচ্ছা, তাকে একবার ডেকে দিন তো।

ধর্মদাস। বসুন—আপনি বসুন—

সমরেন্দ্র। তাকে ডেকে দিন।

ধর্মদাস চলে গেল। সমরেন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর পদক্ষেপে দেয়ালের ছবিগুলি দেখতে লাগলেন। ... মানব এসে দাঁড়ালো

মানব। ও, তুমি !

সমরেন্দ্র। হ্যাঁ আমি। আশ্চর্য হচ্ছ নাকি ?

মানব। মোটেই নয়, বাবা তার ছেলের কাছে এসেছে. এতে—

সমরেন্দ্র। আঃ—! আমার একমাত্র পুত্র মরে গেছে ! সেই

স্নেহ-সম্পর্কের শাখা-প্রশাখা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে!—আমার আভিজাত্য নিয়ে খেলা করার কোন অধিকার আর তোমার নেই! (পদক্ষেপ: মানব বিস্মিত) আজ তোমার আমার মাঝে অপরিচয়ের পাষাণ-প্রাচীর ফণা মেলেছে মানব, জ্বালাময় ফণা বিস্তার করেছে!—আজ দু'জন অপরিচিত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে! তুমি শুধু—শুধু মানবেন্দ্রনারায়ণ আর আমি অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশের রাজা—রাজা সমরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বুঝলে—বুঝলে মানব!

মানব। বুঝেছি। বেশ, তা হ'লে অপরিচিতের মতই কথা বলা যাক্! আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন?

সমরেন্দ্র। প্রয়োজন—কি প্রয়োজন! তাই তো! তোমার কাছে আমার কি প্রয়োজন! তাই তো—তাই তো!

মানব। বলুন, আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন?

নির্বাক্ সমরেন্দ্র কিছুক্ষণ মানবের মুখের পানে চেয়ে রইলেন। ক্রমে ক্রমে তার দৃষ্টি সকরুণ হ'য়ে আসছে

সমরেন্দ্র। মানব! মানব! আমি—আমি তোকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি,—তুই ফিরে চল্—

মানব। না, তোমাদের আভিজাত্যের অহঙ্কার আমায় নিশ্চিন্তে নিশ্বাস নিতে দেয় না—তোমাদের বংশ-মর্যাদা রুদ্ধ আক্রোশে

স্ফীত অজগরের মত হিংস্র আকর্ষণে আমাকে গ্রাস ক'রে নিতে চায়—আমি যাবো না!

সমরেন্দ্র। অনেক অভিমান হয়েছে মানব—

মানব। না না, আমি যাবো না—সেখানে আমি বাঁচতে পারবো না বাবা।

সমরেন্দ্র। তোর নিজের বাড়ীতে বাঁচতে পারবি না?

মানব। না।

সমরেন্দ্র। মানব, এই বুড়ো বাপের জন্যে একটু দুঃখও কি তোর হয় না?

মানব। না।

সমরেন্দ্র। না!

মানব। না না না, জানো বাবা, ঘরে ঘরে পথে পথে দেশে দেশে আমার মা বাপ ভাই বোন; দুঃখ শুধু তাদেরই জন্যে—যারা কষ্টে ক্লান্ত, দৈন্যে দীর্ণ, শোকে শীর্ণ! ··· তোমার জন্যে আমার এতটুকুও দুঃখ হয় না বাবা, আর কেনই বা হবে? কিসের অভাব তোমার বল।

সমরেন্দ্র। আভিজাত্যের অভিমান এমনিই বটে! ··· কিন্তু আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি কেন তুই ফিরে যেতে সঙ্কোচ করছিস!

মানব। সঙ্কোচ! কেন?

সমরেন্দ্র। মানব, ছেলে অপরাধ করে না? কোন্ বাপ বেশী দিন

তা মনে রাখে বল্! ভুলে যাবো, মানব, সে-রাত্রের নটীর কথা আমি ভুলো যাবো—

মানব। বুঝতে পারলো না—একটি মানুষও আমায় চিনতে পারলো না! কী বিষাক্ত জ্বালাময় মর্মান্তিক দংশন!

সমরেন্দ্র। মানব, এইবার ফিরে চল—আমি যে তোকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি—

মানব। তোমায় তো বলেছি বাবা, আমি যাবো না। তোমার কাছে থাকলে স্নেহের সৌরভে আমার মানবত্ব ঘুমিয়ে পড়বে—

সমরেন্দ্র। ঘুমিয়ে পড়বে!

মানব। হ্যাঁ, আমার ধর্ম ধ্বংস হবে—

সমরেন্দ্র। (গম্ভীর বিস্মিত কণ্ঠ) ধর্ম ধ্বংস হবে!—কী বলছো মানব! আমার কাছে থাকলে তোমার ধর্ম ধ্বংস হবে! স্মরণ রেখো, আমি নিষ্ঠাবান হিন্দু!

মানব। কিন্তু আমি তো হিন্দু নই।

সমরেন্দ্র। হিন্দু নও! তবে তুমি কি—কী তোমার ধর্ম?

মানব। বিশ্বমানবের মুক্তিকামনা—আমার স্বপ্ন—আমার ধর্ম!—

সমরেন্দ্র। অর্থহীন কথা ব'লে আর আমায় তীব্র প্রহারে পীড়িত ক'রো না মানব! আমি—আমি রাজা—না না রাজা সমরেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী নই, মনে করো কোন নিঃস্ব রিক্ত পথের কাঙাল দুই হাত জোড় ক'রে বারে বারে তোমায় অনুরোধ করছি, এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যেও না তুমি কে—

মানব। কে আমি ?

সমরেন্দ্র। তুমি অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশের—

মানব। আঃ—আর নয়! ··· আভিজাত্য! বংশ মর্যাদা! ব্রাহ্মণত্ব!—তোমাদের আভিজাত্যের অলীক অহঙ্কার—বংশ-মর্যাদার বিষাক্ত বাধা আর ব্রাহ্মণত্বের বিষময় বিক্রম আমার সুদূর-সুবিস্তৃত পথের প্রান্তে প্রান্তে নিরন্তর ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি ক'রে চলেছে ; কিন্তু আর নয়!—এবার আমি ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ আহত সিংহের মত সমস্ত চুরমার ক'রে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো, সত্যিকারের ব্রাহ্মণত্ব কাকে বলে—

সমরেন্দ্র। মানব!

মানব। তোমাদের অন্ধ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বোঝা আর সংকীর্ণ সংস্কারের পুঁজি আজ বিরাট ব্রাহ্মণত্বকে পঙ্গু পীড়িত ক্ষত-বিক্ষত মৃতপ্রায় ক'রে পথের ধূলায় ফেলে রেখেছে, তার অগ্রসরের উপায় নেই—তার পূর্ণ প্রসারের পথ বন্ধ—কণ্টকাকীর্ণ!

সমরেন্দ্র। মানব! মানব!

মানব। তোমরা হচ্ছ বিশ্বাস-বিভোর, সংস্কার-মাতাল অভিনেতার মত—যারা দীর্ঘ দিন ধ'রে ব্রাহ্মণের অভিনয় ক'রে অসংখ্য লোকের হাততালি আর ফুলের মালা পাচ্ছ অথচ সত্যিকারের ব্রাহ্মণ তোমরা কেউই নও—

সমরেন্দ্র। মুখ বন্ধ করো মানব! আমার বহুযুগের বিশ্বাস—আমার সনাতন সংস্কার!

মানব। ভুল, ভুল! ভুল তোমাদের বহুযুগের বিশ্বাস আর সনাতন সংস্কার!

সমরেন্দ্র। (দৃষ্টি ভয়ঙ্কর হিংস্র হ'তে লাগলো) মানব, জাতির বিশ্বাস—হিন্দুর সংস্কারের প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ করলে রাজা সমরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তা সহ্য করবে না—করবে না—

মানব। তাকে সহ্য করতেই হবে।

সমরেন্দ্র। না!

মানব। হ্যাঁ!

সমরেন্দ্র। না! না!

মানব। হ্যা হ্যাঁ, সহ্য করতেই হবে।

সমরেন্দ্র। না না না—হবে না!

মানব। ভুল! অলীক! ভ্রান্ত!

সমরেন্দ্র। মানব!—জেনে রেখো রাজা সমরেন্দ্রনারায়ণ স্নেহান্ধ হ'তে পারে কিন্তু এতটা নীচ নাস্তিক নয় যে. তার পুত্রকে ক্ষমা করবে—যে পুত্র অসম্মান করতে চায় তার প্রিয় বিশ্বাসকে—তার প্রিয়তম সংস্কারকে—

মানব। মিথ্যা! মিথ্যা!

সমরেন্দ্র। (দৃষ্টি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মত) আমি—আমি তোমাকে হত্যা করবো—হত্যা করবো—

মানব। হত্যা!—হত্যা! হাঃ হাঃ হাঃ! মরণকে মানব ভয় করে না বাবা, তাকে ভালবাসে—হাসতে হাসতে মরণ-দেবতার গলায় মালা পরিয়ে তাকে বরণ ক'রে নেয়—বুকে চেপে প্রাণ ভ'রে আলিঙ্গন করে—

সমরেন্দ্র। তবে তাই করো!

নিমেষে পকেট থেকে পিস্তল বের করলেন: পরক্ষণেই গম্ভীর গর্জন—গুড়ুম! সঙ্গে সঙ্গে খাটের ওপর গড়িয়ে পড়লো মানব। সমরেন্দ্র যেদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন অকস্মাৎ তার চারপাশ ছেয়ে ফেললো গহন গভীর অন্ধকার আর মানবের মুখে কোথা থেকে এক ঝলক উজ্জ্বল আলো এসে পড়লো—যেন স্বর্গের জ্যোতি

মানব। এ কি!—এ কী করলে বাবা! এখনো—এখনো যে আমার অনেক কাজ বাকি—আমাকে দু'দিন পরে হত্যা করলে না কেন! ··· আঃ! আঃ! (মাথা তুলে তৃষিত দৃষ্টিতে সামনে চাইল) আমার ছবি? আমার ছবি ··· কই ··· তৃষ্ণা—তৃষ্ণা—কে? কে? তুমি কে? কে তুমি! ও তুমি—তুমি! অত চুপি চুপি কেন কথা কও, ওগো মরণ, হে মোর মরণ—অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও—ওগো একী প্রণয়েরই ধ—র—ন—(মৃত্যু)

মানবের সারা অঙ্গে তীব্র জ্যোতি

সমরেন্দ্র। (ভীত কণ্ঠস্বর) কে—কে? তোমরা কারা? কেন আমার চারপাশে এমন ভয় দেখিয়ে ফিরছো? কি করেছি—আমি কি করেছি? আমার বিশ্বাস—আমার সংস্কার—হ্যাঁ হ্যাঁ, রক্ষা করেছি—একমাত্র পুত্রকে হত্যা ক'রেও।—কী!—ভগ্ন দীর্ণ কণ্ঠে কি বলছো তোমরা? ভুল!—য়্যাঁ! না না না! মেরে ফেলবে? আমায় গলা টিপে মেরে ফেলবে—কেন? কেন—কেন? আঃ—! আমার ভয় লাগছে—ওরা আমায় মেরে ফেলবে—আমি, আমি আমি—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—

বেরিয়ে গেলেন

ঝঙ্কারের ঝর্না ঝরলো ··· মানবের অতৃপ্ত আত্মা কাকে খুঁজে খুঁজে ফিরছে। তৃষ্ণা এলো। বন্ধ হ'ল ঝঙ্কার-ঝর্না। শুধু একবার ভেসে এলো গম্ভীর ঝঙ্কার। তৃষ্ণা এসে দাঁড়ালো মানবের পাশে। তীব্র উজ্জ্বল জ্যোতি ঠিক্‌রে পড়লো তারও অঙ্গে। তৃষ্ণার গায়ে গেরুয়া সাড়ী ও জামা। এক হাতে অনেক মালা আর ফুল, অন্য হাতে রবীন্দ্রনাথের তৈল চিত্র।

তৃষ্ণা। (দীর্ণ কণ্ঠে) মানব!

আর একবার গম্ভীর ঝঙ্কার

অধিনায়ক

তৃষ্ণা। (বিস্ময়-ব্যাকুল আর্তকণ্ঠে) মানব! মানব!

আবার গম্ভীর ঝঙ্কার: শুধু দু'বার।

তৃষ্ণা মানবের মুখের পানে নির্বাক গম্ভীর বিস্ময়ে চেয়ে রইল। সুরে সুরে ভাসতে লাগলো সকরুণ ব্যাকুল সুরঝঙ্কার। তারপর এই ঝঙ্কার পরিণত হ'ল 'জনগণ-মন-অধিনাক জয় হে'র সুরে।

তৃষ্ণা রবীন্দ্রনাথের চিত্র আনলো মানবের শিয়রে। ছবির গলায় দিল মালা। নানা রঙের অনেক ফুল রবীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে দিতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে কি যেন ভাবলো! তারপর ফুলগুলি ছড়িয়ে দিল মানবের গায়ে পায়ে। তৃষ্ণার চোখে-মুখে শান্তি-অশান্তির অব্যক্ত অভিব্যক্তি আর মানবের মুখে সুগভীর শান্তি।

সুর-ঝঙ্কার ফিরে ফিরে গুঞ্জন ক'রে ফিরতে লাগলো।

জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে!

মুদ্রাকর ও প্রকাশক:—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য—ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা